কৃষিই সমৃদ্ধি

# কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৭ ❑ মে-জুন ❑ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৮ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ❑ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৫ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার
দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

**প্রধান উপদেষ্টা**
আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি
**উপদেষ্টামণ্ডলী**
মোঃ ওসমান ভুইয়া
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান
সচিব
**সম্পাদক**
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com
**সার্বিক সহযোগিতায়**
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
**সহযোগিতায়**
মেহেদী হাসান, গ্রন্থাগারিক
**ফটোগ্রাফি**
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান
**প্রকাশক**
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা
**মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন**
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

# সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া নানারকম ফল উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। ফল বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ও উপকারী উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল। রং, গন্ধ, স্বাদ ও পুষ্টির বিবেচনায় আমাদের দেশীয় ফলসমূহ খুবই অর্থবহ ও বৈচিত্র্যময়। মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে দেশীয় ফল। ফল, খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদাপূরণ, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মেধার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয় ফলদবৃক্ষ পরিবেশ রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকবিলার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও অন্যতম চাবিকাঠি হতে পারে। ফলদ বৃক্ষরোপণ ও উৎপাদনের দিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে প্রতি বছরের মত এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ৬ জুন থেকে ০৮ জুন ২০২৪ রাজধানীর ফার্মগেটের কেআইবি চত্বরে শুরু হয় জাতীয় ফল মেলা ২০২৪। এবারের ফল মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “ফলে পুষ্টি অর্থ বেশ স্মার্ট কৃষির বাংলাদেশ”। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জাতীয় ফল মেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় বিএডিসি স্থাপিত স্টলে বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি ফল প্রদর্শিত হয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি, কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার এবং বিএডিসি’র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি বিএডিসি’র স্টল পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এদেশে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ফলদবৃক্ষ লাগানো ছাড়া বিকল্প নেই। আসুন আমরা সকলে মিলে প্রত্যেকেই অন্তত একটি করে ফলদবৃক্ষ রোপণ করি।

## ভেতরের পাতায় ...........................

জাতীয় ফল মেলার উদ্বোধন শেষে কৃষিমন্ত্রী : কৃষিপণ্য রপ্তানির প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে....................০৩
কৃষি মন্ত্রণালয়- ইনোভেশন শোকেসিং// উদ্ভাবনে কৃষকেরা উপকৃত হবেন ও ফসলের উৎপাদন বাড়বে-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ...........০৪
চাল, শাকসবজি, আমসহ অনেক ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী........০৫
উচ্চফলনশীল জাতের ধানের চাষ বাড়াতে পারলে চাল রপ্তানিও করা যাবে-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী.................০৬
উদ্বৃত্ত উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও সংরক্ষণাগারের অভাবে পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী..........০৭
মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর হবিগঞ্জে বিএডিসি’র নবনির্মিত অফিস ভবন উদ্বোধন .......................................০৮
বিএডিসিতে মসলা প্রকল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত..........................................................................০৯
বিএডিসি’র চেয়ারম্যানের বরিশালে গৌরচান্দের খাল পুনঃখনন কার্যক্রম পরিদর্শন.........................................১০
যশোরে সার ডিলারদের সাথে বিএডিসি চেয়ারম্যান এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত...............................১১
বিএডিসি’র বীজ ও উদ্যান উইং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম.........................................................১২
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি.............................................................................................১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

# জাতীয় ফল মেলার উদ্বোধন শেষে কৃষিমন্ত্রী : কৃষিপণ্য রপ্তানির প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে

*জাতীয় ফল মেলা ২০২৪ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি, এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজধানীর খামারবাড়িতে কেআইবি চত্বরে তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফলমেলা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৬ জুন বৃহস্পতিবার সকালে মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুস শহীদ এমপি। এর আগে সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে কেআইবি চত্বর পর্যন্ত ফল মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

'ফলে পুষ্টি অর্থ বেশ-স্মার্ট কৃষির বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এ মেলা শেষ হয় গত ৮ জুন। এবারের ফলমেলায় ৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৫৫ টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মোট ৬৩ টি স্টলে বিভিন্ন ধরনের ফল ও ফলচাষ প্রযুক্তি প্রদর্শিত হয়। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। আগত দর্শণার্থীরা ফল চাষের বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং রাসায়নিকমুক্ত বিভিন্ন জাতের ফল কিনতেও পেরেছেন।

উদ্বোধন শেষে কেআইবি মিলনায়তনে ফলের উপর আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, কৃষিপণ্য রপ্তানিতে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূর করা হবে। এলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে অতিদ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিশেষ করে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে কার্গো ভাড়া কমাতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

*জাতীয় ফল মেলা ২০২৪ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

মন্ত্রী বলেন, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের কারণে খুব কম সময়ে সারা বাংলাদেশের ধানকাটা সম্ভব হয়েছে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ। কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার এর সভাপতিত্বে বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. মোঃ আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর মোঃ কামরুল হাসান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে। বিএডিসি'র স্টলে বিএডিসি'র গবেষণা সেলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতসহ নানা জাতের ফল ও সেচের মডেল প্রদর্শিত হয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি, মাননীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জনাব আহসানুল ইসলাম টিটু এমপি, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টল দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করে।

# কৃষি মন্ত্রণালয়- ইনোভেশন শোকেসিং// উদ্ভাবনে কৃষকেরা উপকৃত হবেন ও ফসলের উৎপাদন বাড়বে-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*বিএআরসি মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ ১৭টি সংস্থার ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসিসহ অন্যান্যরা*

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন শোকেসিং এর মাধ্যমে কৃষকেরা উপকৃত হবেন। কারণ উৎপাদনের জন্য যে আধুনিক ও কৌশলগত জ্ঞান প্রয়োজন, এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের কৃষকেরা জানতে পারবেন। এর ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে, কৃষকের গোলা আরো সমৃদ্ধ হবে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা আরো সুসংহত হবে।

গত ১৫ মে ২০২৪ তারিখ বুধবার সকালে রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ ১৭টি সংস্থা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করার ফলে কৃষি বিষয়ে কৃষকদের তেমন কোন অভিযোগ নেই। বাজেটে ঘাটতি বা যে সমস্যাই থাকুক, সবসময়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিতে প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে কৃষিখাতে যেসব নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আছে, তা আমরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হচ্ছি। তিনি বলেন, উন্নত বিশ্বে কৃষিকাজে রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশেও স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থা বাস্তবায়নে আমাদের জোর দিতে হবে।

*বিএডিসি'র ইনোভেশন শোকেসিং সম্পর্কে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপিকে অবহিত করছেন নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম*

কৃষিখাতে বাজেট আরো বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও এসময় জানান মন্ত্রী।

সভাপতির বক্তব্যে কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার বলেন, আমাদের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদেরকে প্রতিদিনের নিয়মিত কাজের পাশাপাশি উদ্ভাবনের দিকেও নজর রাখতে হবে। কী উদ্ভাবন করলে বা নতুন উদ্যোগ নিলে দেশের কৃষকেরা আরো বেশি করে উপকৃত হবে, ফসলের আরো উৎপাদন বাড়বে- সেদিকে আরো মনোনিবেশ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মলয় চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারজানা মমতাজ, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব শেখ মোঃ বখতিয়ার, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যান্য সংস্থা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ভাবনী প্রদর্শনীতে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ ১৭টি সংস্থা/গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২০২৩ সালে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে গৃহীত উদ্ভাবন প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মামলা ও সম্পত্তির স্মার্ট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্মার্ট রাইস প্রোফাইল মোবাইল অ্যাপ, বিএডিসি'র সেচ চার্জ আদায় পদ্ধতি ডিজিটালাইজকরণ, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির আইওটি ভিত্তিক মাটিছাড়া চাষ ও ভার্টিক্যাল ফার্মিং, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আইওটি ভিত্তিক প্রিপেইড মিটার ফর স্মার্ট ইরিগেশন প্রভৃতি।

# চাল, শাকসবজি, আমসহ অনেক ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*নেদারল্যান্ডসে 'বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার পর ফটোসেশনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি*

চাল, শাকসবজি, আমসহ অনেক ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের অব্যাহত কৃষিবান্ধব নীতির কল্যাণে ২০০৯ সাল থেকে কৃষি উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ প্রধান খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখতে পেরেছে এবং কিছু শাকসবজি, ফলমূল এবং মাছ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে ও নেতৃত্বে দিচ্ছে। কৃষিখাতে বিশাল ভর্তুকি প্রদান, গবেষণার মাধ্যমে কৃষিতে উদ্ভাবন, আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

গত ৬ মে ২০২৪ তারিখে নেদারল্যান্ডসের ওয়াগেনিঙেন বিশ্ববিদ্যালয় ও রিসার্চে 'বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও টেকসই সরবরাহ ব্যবস্থা (সাপ্লাই চেইন) গড়ে তোলা এখন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পর্যাপ্ত সংরক্ষণাগারের অভাব ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বা ভ্যালু চেইন ব্যবস্থা শক্তিশালী না হওয়ায় ফসল তোলার পর অনেক অপচয় হচ্ছে। এতে কৃষকেরা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং নেদারল্যান্ডসের বাংলাদেশ দূতাবাস কৃষি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক অংশীজন ও কৃষি ব্যবসায়ীদের নিকট বাংলাদেশের কৃষিখাতের সম্ভাবনা ও বিনিয়োগের সুযোগ তুলে ধরতে এ গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। ওয়াগেনিঙেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি এ অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, কৃষি বিশেষজ্ঞ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও বেসরকারি খাতের ২০০ এর বেশি প্রতিনিধি এ আলোচনায় অংশ নেন।

আলোচনা সভায় বাংলাদেশের কৃষিখাতকে ঝুঁকিমুক্ত, টেকসই, লাভজনক এবং প্রান্তিক কৃষক ও উদ্যোক্তাদের জন্য টেকসই করতে সার্বিক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধান বৈশ্বিক অংশীদারগণ।

নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব এম. রিয়াজ হামিদুল্লাহ গোলটেবিল আলোচনাটি সঞ্চালনা করেন। কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার, ওয়াগেনিঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী বোর্ডের সদস্য রেন্স বোচওয়াল্ড, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কানাডার সাস্কাচুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট বালজিত সিং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশের কৃষিতে ফসলের আরো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, টেকসই সরবরাহ ব্যবস্থা (সাপ্লাই চেইন) গড়ে তোলা এবং গবেষণায় দক্ষতার ঘাটতি পূরণ- এই চারটি বিষয়ের উপর আলোচনা সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনা শেষে ওয়াগেনিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা হয়, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ে পাইলট ভিত্তিতে কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে।

# উচ্চফলনশীল জাতের ধানের চাষ বাড়াতে পারলে চাল রপ্তানিও করা যাবে-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*বোরো ধান কর্তন উৎসব-২০২৪ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ এমপি*

নতুন উচ্চফলনশীল জাতের ধানের চাষ সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে চাল রপ্তানি করাও সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি। তিনি বলেন, আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যা ১৭ কোটি। ক্রমবর্ধমান এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে হলে চালের উৎপাদন আমাদেরকে অবশ্যই আরো বৃদ্ধি করতে হবে। সেজন্য, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বিনা উদ্ভাবিত নতুন জাতের উচ্চফলনশীল ধানগুলো চাষ সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে চাল রপ্তানি করাও সম্ভব হবে।

গত ২২ এপ্রিল ২০২৪ সোমবার দুপুরে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার হাইল হাওরে রুস্তমপুর গ্রামে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়োজিত বোরো ধান কর্তন উৎসব অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আমাদের সারা বছরের মোট চাল উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি যোগান দেয় বোরো ধান। সেজন্য এ বছরও বোরোর আবাদ ও ফলন বাড়াতে আমরা ২১৫ কোটি টাকারও বেশি প্রণোদনা কৃষকদেরকে প্রদান করেছি। এর ফলে এ বছর সারাদেশে ৫০ লাখ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। এবার ২ কোটি ২২ লাখ টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

কৃষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ব্রি ধান৮৯, ব্রি ধান৯২, বঙ্গবন্ধু ধান১০০, ব্রি ধান১০২, বিনাধান ২৫ প্রভৃতি নতুন জাতগুলোর ফলন আগের পুরনো জাত ব্রি ধান২৮ ও ২৯ এর তুলনায় অনেক বেশি। এসব জাতের নতুন ধান চাষ করে কৃষকরা অভূতপূর্ব ফলন পেয়েছেন। এলাকাভেদে জাতগুলোর বিঘাপ্রতি গড় ফলন হয়েছে ২৫-৩০ মণ। এগুলোর চাষ বাড়াতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, ৭০% ভর্তুকিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকদের কৃষিযন্ত্র দিয়ে যাচ্ছেন। এটি বিশ্বের বিরল উদাহরণ। এই মুহূর্তে হাওরে প্রায় ৯ হাজার কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটা চলছে। এর ফলে দ্রুততার সঙ্গে ধান কাটা সম্ভব হচ্ছে ও হার্ভেস্টের সময় ধানের অপচয়ও কম হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক জনাব উর্মি বিনতে সালাম এর সভাপতিত্বে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব শাহ মোঃ হেলাল উদ্দীন, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব শাহজাহান কবীর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান শেষে কৃষকদের মধ্যে ভর্তুকিমূল্যে কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণ করেন মন্ত্রী।

# বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের আজওয়া খেজুরের মাতৃগাছ পরিদর্শন

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি গত ১৩ মে ২০২৪ তারিখে ঢাকার মিরপুর টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরির সম্মুখে রোপিত আজওয়া খেজুরের মাতৃগাছ পরিদর্শন করেন।

বিএডিসি'র জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরন প্রকল্পের আওতায় সৌদি আরবের আজওয়া খেজুরের মাতৃগাছ রোপন করা হয়।

পরিদর্শনকালে চেয়ারম্যানের সঙ্গে ছিলেন জীব প্রযুক্তি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. এ. বি. এম. গোলাম মনছুর। চেয়ারম্যান আজওয়া খেজুরের ফলন দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

*আজওয়া খেজুরের মাতৃগাছ পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান*

# উদ্বৃত্ত উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও সংরক্ষণাগারের অভাবে পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*নেদারল্যান্ডস সরকারের উদ্যোগে নির্মিত পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ এমপি*

উদ্বৃত্ত উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও অপর্যাপ্ত মজুদ সুবিধা ও সংরক্ষণাগারের অভাবে পেঁয়াজ আমদানি করতে হয় বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি। তিনি বলেন, প্রায় প্রতিবছরই পেঁয়াজ নিয়ে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়। সেজন্য পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত দুই বছরে পেঁয়াজ উৎপাদন বেড়েছে ১০ লাখ টন। দেশে বর্তমানে বছরে প্রায় ৩৫ লাখ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়, যা চাহিদার চেয়েও বেশি। কিন্তু পেঁয়াজ খুবই পঁচনশীল হওয়ায় ও সংরক্ষণাগারের অভাবে আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হয়।

গত ২ মে ২০২৪ তারিখ ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার ভরাডোবায় নেদারল্যান্ডস সরকারের উদ্যোগে নির্মিত পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা কৃষককে বিনামূল্যে ও ভর্তুকিমূল্যে বীজ, সার প্রদানসহ সব রকমের সহযোগিতা দিচ্ছি। একইসঙ্গে অপচয় বা পোস্ট হার্ভেস্ট লস কমাতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। ফসল হার্ভেস্টের পর ২০-৩০% নষ্ট বা অপচয় হয়। এতো বিশাল অপচয় কেন হবে। এটি আমাদেরকে কমিয়ে আনতে হবে।

এ উদ্যোগ গ্রহণ করায় নেদারল্যান্ডস সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এ ধরণের পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার আমাদের দেশের কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের জন্য খুবই উপকারে আসবে। কৃষকেরা পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে পারবে। এসময় নেদারল্যান্ডসের ও বাংলাদেশের বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে আরো পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার নির্মাণে বিনিয়োগ করার আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত ইরমা ভ্যান ডুরেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মলয় চৌধুরী, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব শেখ মোঃ বখতিয়ার, জায়ান্ট এগ্রো প্রসেসিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফিরোজ হাসান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

দেশের জায়ান্ট এগ্রো প্রসেসিং নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতায় সংরক্ষণাগারটি নির্মাণ করেছে। প্রযুক্তি নেদারল্যান্ডসের। এটির ধারণক্ষমতা ৪০০ মেট্রিক টন।

# দিনাজপুরে গমবীজ উৎপাদন কলাকৌশল শীর্ষক প্রশিক্ষণ ২০২৪ অনুষ্ঠিত

গত ১৪ মে ২০২৪ তারিখে "গমবীজ উৎপাদন কলাকৌশল শীর্ষক প্রশিক্ষণ ২০২৪" এ কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন বিএডিসি, দিনাজপুর এর অধীনে বিভিন্ন ব্লকের চুক্তিবদ্ধ চাষীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যুগ্মপরিচালক (বগুড়া সার্কেল) জনাব উৎপল সাহা, যুগ্মপরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, দিনাজপুর জনাব তপন কুমার সাহা, যুগ্মপরিচারক (ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন খামার), দিনাজপুর, ড. মোঃ সুলতানুল আলম, উপপরিচালক (ক: গ্রো), বিএডিসি, ঢাকা ও অত্র দপ্তরের উপ পরিচালক (ক: গ্রো:)। এ সময় ব্লক সমূহের উপ সহকারী পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*গমবীজ উৎপাদন কলাকৌশল শীর্ষক কর্মসূচিতে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের একাংশ*

# মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর হবিগঞ্জে বিএডিসি'র নবনির্মিত অফিস ভবন উদ্বোধন

*হবিগঞ্জ রিজিয়ন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি। এসময় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন*

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি গত ১২মে ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে নবনির্মিত হবিগঞ্জ রিজিয়ন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, এনডিসি, হবিগঞ্জ ৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট মোঃ আবু জাহির এমপি, হবিগঞ্জ ২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব অ্যাডভোকেট ময়েজ উদ্দিন শরীফ (রোয়েল), কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মজিবর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপ, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মুহাম্মদ বদরুল আলম, জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ, প্রকল্প পরিচালক (অবকাঠামো প্রকল্প), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) সিলেট সার্কেল, যুগ্মপরিচালক বিএডিসি সিলেট, নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপপরিচালকগণ, হবিগঞ্জ জেলার সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সহকারী প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলীসহ বিএডিসি সিলেট বিভাগের সকল কর্মকর্তাগণ।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বিএডিসি'র নির্মাণ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিএডিসি'র অবকাঠামো প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব একেএম জাহাঙ্গীর আলম সরকার বলেন, হবিগঞ্জ রিজিয়ন দপ্তরের আমার সকল সহকর্মীগণ অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছেন। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে আমি সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

# বিএডিসিতে অনুষ্ঠিত হলো Crop Cafeteria Evaluation Event

বিএডিসিতে অনুষ্ঠিত হলো Crop Cafeteria Evaluation Event. গত ১১ মে ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র মধুপুর বীজ উৎপাদন খামারে Event অনুষ্ঠিত হয়। Event এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। উক্ত Event এ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবিরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে মধুপুর বীজ উৎপাদন খামারে দন্ডায়মান বোরো ধানের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণপূর্বক বিশুদ্ধ ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে অধিকতর আন্তরিক ও সচেষ্ট হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।

*মধুপুরে বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন খামারে ফসলের ক্ষেত পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

# বিএডিসিতে মসলা প্রকল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র শেরে বাংলা নগরস্থ সেচভবনের সেমিনার হলে মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ শীর্ষক প্রকল্পের বিদ্যমান পরিস্থিতি, অর্জন এবং সম্ভাবনা'র উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সংস্থার বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার এবং সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মুকসুদ আলম খান মুকুট। সভায় বর্ণিত প্রকল্পের কার্যক্রম, উল্লেখযোগ্য

*কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার*

অর্জন এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) ড. নুরুন্নাহার চৌধুরী এনডিসি, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়া, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

# বিএডিসিতে ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) অনুষ্ঠিত

*প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

গত ৮মে ২০২৪ তারিখে ই-গর্ভান্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্ম সম্পাদন সূচক ৩.১.১ অনুযায়ী ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত শোকেসিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এসডিসি। সংস্থার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ এ শোকেসিং কার্যক্রমের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র ইনোভেশন টিমের আহবায়ক ও প্রধান (মনিটরিং) জনাব মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী। শোকেসিং অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সেচ চার্জ আদায় পদ্ধতি ডিজিটালাইজকরণ, ভ্রাম্যমান ল্যাবের মাধ্যমে সেচের পানির গুনগতমান নির্ণয়, আনুতোষিক প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ এবং বিএডিসি'র সার ডিলারশিপ নবায়ন পদ্ধতি সহজীকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

# বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের বরিশালে গৌরচান্দের খাল পুনঃখনন কার্যক্রম পরিদর্শন

*বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন গৌরচান্দের খাল (৬ কি. মি.) পুনঃখনন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

গত ০৬ মে ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি বরিশাল জেলার সদর উপজেলার চাঁদপুরা ইউনিয়নে বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন গৌরচান্দের খাল (৬ কি. মি.) পুনঃখনন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। চেয়ারম্যান বরিশাল অঞ্চলের কৃষির উন্নয়নের জন্য খাল পুনঃখনন, পুকুর পুনঃখনন ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধিসহ চলমান কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মজিবর রহমান।

এছাড়াও বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ, বরিশাল বিভাগের যুগ্মপরিচালক (বীবি) ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, যুগ্মপরিচালক (সার) জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব এস এম আতাই রাব্বি, উপ সহকারী প্রকৌশলী বরিশাল সদর এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে স্থানীয় কৃষকদের সাথে এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় এলাকার কৃষকগণ কৃষি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিএডিসি'র কাছে তাদের চাওয়া পেশ করেন। চেয়ারম্যান তাদের প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার জন্য স্থানীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

# বিএডিসিতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

*কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)তে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ওপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি গত ২৯ মে ২০২৪ তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সেমিনার হলে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত কর্মশালায় সংস্থার বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চেয়ারম্যান বলেন, প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বিষয়টি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে চলবে না। যুগের আবর্তনের সাথে সাথে কৃষিকে আরো এগিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত রূপরেখার সাথে সঙ্গতি রেখে বিএডিসিকে আরও কার্যকররূপে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চেয়ারম্যান কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীগণকে আরও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করার উদাত্ত আহবান জানান।

# বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর কার্যক্রম

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর ভূমিকা অপরিহার্য। ১৯৬০ এর দশকে মাত্র ১,৫৫৫টি শক্তিচালিত পাম্পের মাধ্যমে বিএডিসি কর্তৃক দেশে আধুনিক সেচ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। ক্ষুদ্রসেচ উইং বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ পানির ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারে সেচ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সুবিধা সম্প্রসারণ করে খাদ্য উৎপাদনে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ২০২১-২২ সেচ মৌসুমে সারাদেশে সেচকৃত জমির পরিমাণ ৫৬.৮৯ লক্ষ হেক্টর। খাদ্য উৎপাদনে দেশে দুই ধরনের সেচ কার্যক্রম প্রচলিত আছে- বৃহৎ সেচ ও ক্ষুদ্র সেচ। রবি মৌসুমে ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে ৯৫% এবং বৃহৎ সেচের মাধ্যমে ৫% জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। তন্মধ্যে সারাদেশে ভূউপরিস্থ পানির সাহায্যে ২৭.৫% এবং ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে ৭২.৫% জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ অনুযায়ী পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা ও কৃষি ব্যবস্থায় যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি (SDG) বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন এবং শতবর্ষী ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (Delta Plan-2100) এর আলোকে বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ উইং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহুমুখী সেচ সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

* খাল/নালা/পুকুর খনন/পুনঃখনন/সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং জলাবদ্ধতা দূর করে জলাবদ্ধ ও অধঃপতিত জমি আবাদী জমিতে রূপান্তরকরণ;
* অনাবাদী জমি সেচের আওতায় আনয়নপূর্বক সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা;
* পানি সাশ্রয়ী অর্থাৎ যে সকল ফসলের সেচ কম লাগে সে সকল ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাসকরণ;
* অচল/অকেজো গভীর/ফোর্সমোড নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে লাগসই ও টেকসই সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
* বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্রসমূহের বিদ্যুতায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাসকরণ;
* সেচযন্ত্রে স্মার্ট কার্ড বেইজ্‌ড প্রিপেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা ও সেচের পানির অপচয় রোধকরণ;
* নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন- সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
* সেচ কাজে ভূউপরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও সুসংহত করার কার্যক্রম গ্রহণ (যেমন: রাবার/হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ);
* সৌরশক্তিচালিত পাতকুয়া (Dugwell) স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
* পাহাড়ি এলাকায় আর্টেশিয়ান নলকূপ (Artesian Well) স্থাপনের মাধ্যমে কম খরচে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
* বারিড পাইপ ও পাকা সেচনালা, আধুনিক ড্রিপ ও স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে সেচ এলাকা (Command Area) সম্প্রসারণ, সেচের পানির অপচয়রোধ, সেচ খরচ হ্রাস, সেচের নিবিড়তা এবং সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
* ভূউপরিস্থ পানির প্রাপ্যতাবিহীন এলাকায় ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন;
* ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাসকরণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
* পাহাড়ী এলাকায় স্থায়ী জলাধার তৈরি এবং সেচ কার্যক্রম পরিচালনা;
* ফসলের ফলন পার্থক্য (Yield Gap) কমানো;
* AWD (Alternate Wetting and Drying), ফিতা পাইপ ও পোর্টেবল/মোভেবল সেচ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ করে সেচ খরচ কমানো এবং সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
* সেচ, পানি ব্যবস্থাপনা ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ওপর একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষক পর্যন্ত ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে পৌঁছানো;
* পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পরিবেশবান্ধব পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য সবজি, ফুল ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
* বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে সেচ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* ভূগর্ভস্থ লবণ পানির অনুপ্রবেশ মনিটরিং এর মাধ্যমে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ এবং লবণাক্ততা নিরূপণের মাধ্যমে Salinity Intrusion Map তৈরিকরণ;
* ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচযন্ত্র, সেচ এলাকা, সেচের পানি ইত্যাদির নিয়মিত জরিপ, অনুসন্ধান, পানির গুণাগুণ পরীক্ষাকরণ, ভূগর্ভস্থ পানি মনিটরিং এ অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার ও ডাটা লগার স্থাপন এবং পর্যবেক্ষণ নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ স্থিতিশীল পানির স্তর পরিমাপ করে Ground Water Zoning Map তৈরিকরণ;
* Smart Agricultural Practice, Space Technology (ST), Remote Sensing (RS), Geophysical Survey এর মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, আধুনিক প্রযুক্তি যেমন: Geographic Information System (GIS) Modelling এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ, পরিবীক্ষণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন, প্রচার এবং ডাটাবেজ উন্নয়ন ও সরকারকে তা অবহিতকরণ;
* সেচ বিভাগসহ অন্যান্য উইং সংস্থা/অধিদপ্তরের অফিস ভবন/স্থাপনা নির্মাণ, মেরামত রক্ষণাবেক্ষণকরণ;
* মাঠ পর্যায়ে কৃষি কাজে ভূগর্ভস্থ পানি আইন-২০১৮ ও তদীয় বিধিমালা-২০১৯ অনুযায়ী সেচযন্ত্রের লাইসেন্স প্রদান;
* সংস্থার নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য পিপিআর/সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তি ও নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

# বিএডিসি'র বীজ বিতরণ বিভাগের আওতাধীন ১০০টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্রের অবস্থান

| ক্রঃ নং | অঞ্চলের নাম | আঞ্চলিক বীজ সংরক্ষণাগার | জেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র | | উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ট্রানজিট | নন্ট্রানজিট | |
| ১৪ | পাবনা | পাবনা | ১। সিরাজগঞ্জ | | |
| ১৫ | বগুড়া | বগুড়া | ১। জয়পুরহাট | | |
| ১৬ | রংপুর | রংপুর | | | ১। পীরগঞ্জ |
| | | | | | ২।পীরগাছা |
| | | | ১। কুড়িগ্রাম | | ১। উলিপুর |
| | | | | | ২। নাগেশ্বরী |
| | | | ২। গাইবান্ধা | | ১। পলাশবাড়ী |
| | | | | | ২। গোবিন্দগঞ্জ |
| | | | | ১। লালমনিরহাট | ১। কালিগঞ্জ |
| | | | | ২। নীলফামারী | ১। কিশোরগঞ্জ |
| | | | | | ২। সৈয়দপুর |
| ১৭ | দিনাজপুর | দিনাজপুর | | | ১। বীরগঞ্জ |
| | | | | | ২। পার্বতীপুর |
| | | | ১। ঠাকুরগাঁও | | |
| | | | ২। পঞ্চগড় | | |
| ১৮ | খুলনা | খুলনা | | ১। বাগেরহাট | |
| | | | | ২। সাতক্ষীরা | ১। কালীগঞ্জ |
| ১৯ | যশোর | যশোর | | | ১। কেশবপুর |
| | | | ১। ঝিনাইদহ | | ১। মহেশপুর |
| | | | ২। মাগুরা | | ২। শ্রীপুর |
| | | | ৩। নড়াইল | | |
| ২০ | কুষ্টিয়া | কুষ্টিয়া | ১। চুয়াডাঙ্গা | | ১। দামুড়হুদা |
| | | | | | ২। জীবননগর |
| | | | ২। মেহেরপুর | | |
| ২১ | বরিশাল | বরিশাল | ১। ভোলা | ১। পিরোজপুর | |
| | | | | ২। ঝালকাঠি | |
| ২২ | পটুয়াখালী | পটুয়াখালী | | ১। বরগুনা | |
| | মোট | ২২টি | ২৮টি | ১৪টি | ৩৬টি |

# বিএডিসি'র বীজ বিতরণ বিভাগের আওতাধীন ১০০টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্রের অবস্থান

| ক্রঃ নং | অঞ্চলের নাম | আঞ্চলিক বীজ সংরক্ষণাগার | জেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র | | উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ট্রানজিট | ননট্রানজিট | |
| ১ | ঢাকা | ঢাকা | ১। মানিকগঞ্জ | নারায়ণগঞ্জ | |
| | | | ২। নরসিংদী | | |
| | | | ৩। মুন্সিগঞ্জ | | |
| | | | ৪। গাজীপুর | | ১। শ্রীপুর |
| ২ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | | | ১। মুক্তাগাছা |
| | | | | | ২। ফুলপুর |
| | | | | | ৩। গফরগাঁও |
| | | | | | ৪। নান্দাইল |
| | | | | | ৫। ঈশ্বরগঞ্জ |
| | | | ১। নেত্রকোণা | | |
| ৩ | জামালপুর | জামালপুর | | | ১। মেলান্দহ |
| | | | ১। শেরপুর | | |
| ৪ | কিশোরগঞ্জ | কিশোরগঞ্জ | | | ১। পাকুন্দিয়া |
| ৫ | টাঙ্গাইল | টাঙ্গাইল | | | |
| ৬ | ফরিদপুর | ফরিদপুর | ১। মাদারীপুর | ১। শরিয়তপুর | |
| | | | ২। গোপালগঞ্জ | ২। রাজবাড়ী | |
| ৭ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ১। কক্সবাজার | | |
| ৮ | রাঙ্গামাটি | রাঙ্গামাটি | | খাগড়াছড়ি | |
| ৯ | বান্দরবান | বান্দরবান | | | ১। লামা |
| | | | | | ২। থানচি |
| ১০ | নোয়াখালী | নোয়াখালী | ১। ফেনী | | |
| | | | ২। লক্ষীপুর | | |
| ১১ | কুমিল্লা | কুমিল্লা | | | ১। বুড়িচং |
| | | | | | ২। দাউদকান্দি |
| | | | | | ৩। বরুড়া |
| | | | | | ৪। লাকসাম |
| | | | | | ৫। চৌদ্দগ্রাম |
| | | | | | ৬। দেবীদ্বার |
| | | | ১। ব্রাহ্মণবাড়িয়া | | |
| | | | ২। চাঁদপুর | | ১। হাজিগঞ্জ |
| ১২ | সিলেট | সিলেট | ১। সুনামগঞ্জ | ১। হবিগঞ্জ | |
| | | | | ২। মৌলভীবাজার | ১। কুলাউড়া |
| ১৩ | রাজশাহী | রাজশাহী | ১। নাটোর | | ১। বড়াইগ্রাম |
| | | | ২। নওগাঁ | ১। চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |

# বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

* বিএডিসি'র মাধ্যমে ধান (আউশ, আমন ও বোরো), গম, ডাল ও তেল বীজের বিভিন্ন জাতের প্রতিকূলতাসহিষ্ণু (খরা, লবণাক্ত, জলমগ্ন ও তাপসহিষ্ণু) বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং কৃষকপর্যায়ে সুলভমূল্যে সঠিক সময়ে সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিএডিসি কর্তৃক ২০২২-২৩ উৎপাদন বর্ষে বিভিন্ন ফসলের প্রায় ১.৬৫ মে.টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং প্রায় ১.৫২ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের ফলে ১০-১৫% ফসলের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

* বিএডিসি'র নিজস্ব বীজ উৎপাদন খামারে বিগত ২০২২-২৩ উৎপাদন মৌসুমে হাইব্রিড ধান, হাইব্রিড সবজি এবং ভুট্টার যথাক্রমে ৫৯৩.৩৬০ মে.টন, ২.১৮০ মে.টন ও ৫১.৪২৮৩ মে.টন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।

* প্রতিকূল পরিবেশে চাষাবাদ বৃদ্ধির জন্য ২০২২-২৩ উৎপাদন বর্ষে লবণাক্ত সহনশীল, খরাসহিষ্ণু এবং বন্যা ও জলমগ্নসহিষ্ণু জাতের যথাক্রমে ১,৬৬৩.৮৮০ মে.টন, ৪৬৬.৩০০ মে.টন ও ৩,৭৫১.৬৬০ মে.টন ধান বীজ; লবণাক্ত সহনশীল জাতের ৭.৭০০ মে.টন তেলবীজ এবং খরাসহিষ্ণু জাতের ৪১.৬০০ মে.টন ডালবীজ উৎপাদন করা হয়েছে।

* টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজআলুর প্লান্টলেট উৎপাদন কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২৩ উৎপাদনবর্ষে ৭,৭৪,৮৯৭টি ভাইরাসমুক্ত প্লান্টলেট উৎপাদন করা হয়েছে।

* সরকারি পর্যায়ে ২০১৯-২০ সালে বিএডিসি প্রথমবারের মত আলু রপ্তানি শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ উৎপাদন বর্ষে বিএডিসি কর্তৃক ২,৭৯৬.০০০ মে.টন আলু মালয়েশিয়া, রাশিয়া ও সিঙ্গাপুরে রপ্তানি করা হয়েছে।

* গবেষণা সেলের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩১ টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গবেষণা সেল বিভিন্ন ফলের ১৪ টি জাত (বিএডিসি শরীফা-১, বিএডিসি জাবোটিকাবা-১, বিএডিসি ডুমুর-১, বিএডিসি এভোকেডো-১, বিএডিসি কুল-১, বিএডিসি পেয়ারা-১, বিএডিসি আম-১, বিএডিসি আম-২, বিএডিসি বারমাসি সফেদা-১, বিএডিসি বারমাসি মাল্টা-১, বিএডিসি মাল্টা-২, বিএডিসি বারমাসি জাম-১, বিএডিসি চেরি টমেটো-১, বিএডিসি পেঁপে-১), তেল ফসলের ১টি জাত (বিএডিসি সরিষা -১), মসলা ফসলের ২টি জাত (বিএডিসি রসুনিরা-১, বিএডিসি বানচিং অনিয়ন-১) এবং আলুর ১৪ টি জাত [বিএডিসি আলু-১ (সানসাইন), বিএডিসি আলু-২ (প্রাডা), বিএডিসি আলু-৩ (সান্তানা), বিএডিসি আলু-৪ (এ্যালকেন্ডার), বিএডিসি আলু-৫ (ইনোভেটর), বিএডিসি আলু-৬ (এডিসন), বিএডিসি আলু-৭ (কুম্বিকা), বিএডিসি আলু-৮ (কুইনএ্যানি), বিএডিসি আলু-৯ (ল্যাবেলা), বিএডিসি আলু-১০ (কালারপটেটো), বিএডিসি আলু-১১ (ডেলিয়ারেড), বিএডিসি আলু-১২ (রশিদা), বিএডিসি আলু-১৩ (জিনারেড), বিএডিসি আলু-১৪ (এসএইচসি ১০১০)] সহ সর্বমোট ৩১ টি জাত অবমুক্ত করেছে। গবেষণা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান (যেমন: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট) এর সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

* জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় বিএডিসি নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরে একটি পরিবেশ বান্ধব ইকোলজিক্যালফার্ম প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখানে কৃষির প্রধান চারটি উপাদান যথা-ফসল, পশুপালন, মৎস্য ও বনায়ন নিয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

* কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ জার্মপ্লাজম সেন্টার যেখানে রয়েছে নানারকম দেশি-বিদেশি ফল ও ওষধি গাছের সমাহার।

* জীব প্রযুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮ সালে একটি অত্যাধুনিক সেন্ট্রাল টিস্যুকালচার ও সীড হেলথ ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। সীড হেলথ ল্যাবরেটরী তেল্যামিনার এয়ারফ্লো, হরাইজন্টাল অটোক্লেভ, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, হোমিজিনিয়ার, অটোমেটিক মিডিয়াডি সপেন্সার, ডিজিটাল জুমমাইক্রোস্কোপ, ফ্রগার, ডাবলসেকার, ইলাইজাওয়াসারেরোবটিকস্টেকার, ইলাইজারিডার, ডিজিটাল কম্বাইন্ড স্যাম্পলিং মেশিন, বায়োসেফটি ক্লিনবেঞ্চ, হরাইজন্টাল ও ভার্টিকালইলেক ট্রোফোরেসিস সিস্টেম, রেফ্রিজারেটর সেন্ট্রিফিউজ, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল সেফটি কেবিনেট, আল্ট্রা-লো-তাপমাত্রা ফ্রিজার, ভর্টেক্স, আল্ট্রাসনিকবাথ, পিসিআর মেশিন, ডিএনএ স্যাম্পল এক্সক্টাশন মেশিনসহ অন্যান্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ELISA সহঅন্যান্য Serological test, PCR পদ্ধতিতে Ralstoniasolanacearum ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট রোগের সনাক্তকরণ এবং নিজস্ব কৌলিক সম্পদের DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর কার্যক্রম চলমান।

* নিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজের সহায়তায় ক্রসিং এর মাধ্যমে আলুর নতুন জাত উদ্ভাবনের সুবিধা তৈরি হয়েছে। বেগুন, টমেটো ও মিষ্টি কুমড়াসহ অন্যান্য কয়েকটি ফসলের হাইব্রিডলাইন তৈরির কাজ চলছে। গ্রিনহাউসের সহায়তায় Heat tolerant চেরী টমেটোর জাত প্রবর্তনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

* হাইড্রোপোনিক/এ্যাকুয়াপনিক প্রযুক্তি, পলিটানেলের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রযুক্তি, PEN (Pest Exclusion Net), Clibio প্রযুক্তির মাধ্যমে সবজি ফসলের ফাংগাল ও ব্যাকটেরিয়াল রোগ নির্মূল করা, ন্যানোটেকনোলজি (ICC- Ionic Cupric Copper) ব্যবহার করে সবজি ফসলের রোগ-বালাই দমন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

## যশোরে সার ডিলারদের সাথে বিএডিসি চেয়ারম্যান এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নকল্পে সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের কার্যক্রম পরিদর্শন করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে গত ২৫ মে ২০২৪ তারিখে যশোর অঞ্চলের বিএডিসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। যশোর সার অঞ্চল কর্তৃক আয়োজিত ডিলার প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

*সার ডিলার প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশ হতে মানসম্পন্ন নন-ইউরিয়া সার আমদানিপূর্বক কৃষকদের নিকট যথাসময়ে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহের কাজটি বিএডিসি কার্যকরভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের আমলে দেশের কোথাও নন-ইউরিয়া সারের সংকট পরিলক্ষিত হয়নি। কৃষকদের নিকট সরকার নির্ধারিত মূল্যে এবং কৃষকদের কোনরূপ হয়রানি না করে সার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সার ডিলারদেরকে আরও আন্তরিক হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

## কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখায় শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত হলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

*কৃষি মন্ত্রণালয় প্রদত্ত শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আবদুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখায় শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত হলেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি।

কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখা এবং চাকুরীজীবনে তাঁর সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ এবং কর্মসম্পাদনে আন্তরিকতার ফলস্বরূপ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রদত্ত শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত হলেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আবদুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। গত ২৬ জুন ২০২৪ তারিখে শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২৪' এর সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সংস্থা প্রধানগণসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

* নির্মাণ কাজের ড্রইং, ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রণয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে কারিগরি দিক নির্দেশনা প্রদান;

* কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে নির্মাণ কাজের প্রয়োজনীয় ড্রইং, ডিজাইন, প্রাক্কলন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

* সর্বোপরি কৃষি ব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা প্রদান।

**ফসলের ফলন পার্থক্য (Yield Gap) কমানো:**

* সময়মত ও পরিমাণমত ফসলে সেচের ব্যবস্থা করা;

* কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে স্বল্প সময়ে কৃষি জমি তৈরি, ফসল সংগ্রহ, কর্তন এবং পরবর্তী ফসল নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা;

* "অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা।

**২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি (SDG) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ উইং এর ভিশন:**

* বিএডিসি'র মাধ্যমে ৭.৬০ লক্ষ হেক্টর সেচ এলাকা টেকসইকরণ;

* সেচ দক্ষতা ৩৮% থেকে ৫০% এ উন্নীতকরণ;

* সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার ৩০% এ উন্নীতকরণ;

* সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার ৭০% এ হ্রাসকরণ।

## রংপুরে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ৮ জুন ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর রংপুরস্থ সেচভবনের সেমিনার কক্ষে "শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন বিএডিসির চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রংপুর অঞ্চলের বিএডিসি'র বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন

*প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

## মেধাবী মুখ

মোসাম্মাৎ আতিয়া আক্তার চৈতি ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বগুড়ার পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজের বিজ্ঞান শাখা থেকে গোল্ডেন এ+ পেয়েছেন। মোসাম্মাৎ আতিয়া আক্তার চৈতি নির্বাহী প্রকৌশলী, বগুড়া রিজিয়ন দপ্তরে কর্মরত গাড়িচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেনের কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী। বিএডিসি পরিবার তার এই সাফল্যে আনন্দিত ও তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছে।

---

*গত ১৫ মে ২০২৪ তারিখ রাজধানীর ফার্মগেটের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ ১৭টি সংস্থা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ইনোভেশন শোকেসিং এ বিএডিসি'র স্টলে সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ইনোভেশন কমিটির আহ্বায়ক জনাব মো. আ. ছাত্তার গাজী, সদস্য সচিব জনাব মোঃ মিজানুর রহমানসহ ইনোভেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।*

'বিএডিসি'র বীজ বপন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন'

# শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

## শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

অবিরাম বৃষ্টিতে আমন লাগানোর ধুম, আউশের যত্ন, পাটের পরিচর্যা, বৃক্ষ রোপণ এমনি হাজারো কাজ নিয়ে শুরু হলো শ্রাবণ মাস। আসুন চাষী ভাইয়েরা, জেনে নিন এ মাসের কাজগুলো।

**ধান:** শ্রাবণ মাস আমনের চারা লাগানোর ভরা মৌসুম। একই জমিতে সময় মত রবি ফসলের চাষ করতে চাইলে এ মাসের মধ্যে আমন রোপণ শেষ করতে হবে। চারার বয়স জাতভেদে ২৫-৩৫ দিনের হলে ভাল হয়। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর-১০, বিআর-১১, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩১, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৪৯, বিনাধান-৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়। চারা রোপণের পূর্বে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সার নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিংবা ব্লক সুপারভাইজারের নির্দেশনা নিয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। উফশী আমন ধানের জন্য সারের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে একর প্রতি ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা= ৭০ঃ২০ঃ৩২ঃ১৮ঃ২। ইউরিয়া ছাড়া বাকী সব সার রোপণের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। শ্রাবণেই আউশ ধান পাকা শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে সময় বুঝে আউশ কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিন।

**পাট:** পাট গাছের বয়স চার মাস হলেই পাট কাটা শুরু করা যেতে পারে। পাট কেটে চিকন ও মোটা গাছ আলাদা করে আটি বেঁধে গাছের গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর জাগ দিলে সুষমভাবে পাট পঁচে। বন্যার কারণে সরাসরি পাট গাছ হতে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে পাট কাটার আগে পাটের ডগা কেটে উচু জায়গায় লাগিয়ে সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগার কাণ্ড ১৫-২২ সে.মি. করে কেটে কাদা করা জমিতে একটু কাত করে রোপণ করুন। তবে খেয়াল রাখুন যাতে প্রতি টুকরায় পাতাসহ ২/৩টি কুড়ি থাকে।

**সবজি:** গ্রীষ্মকালীন সবজির গোড়ায় পানি জমে থাকলে নিস্কাশনের ব্যবস্থা নিন এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। এ সময় সীমের বীজ লাগানো যায়। তাছাড়া তাপসহনশীল মূলার বীজও এ মাসে রোপণ করা যায়।

**বৃক্ষরোপণ:** আষাঢ় মাসের মত এ মাসেও বৃক্ষরোপণ চলছে। ফলজ বনজ ঔষধি গাছের চারা রোপণের ব্যবস্থা নিন। চারা রোপণ বা কলম হতে হবে স্বাস্থ্যবান ও ভাল জাতের। চারা রোপণ করে গোড়াতে মাটি তুলে খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিন। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিন।

## ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

**ধান:** শ্রাবণ মাসে লাগানো আমন ধানের জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করুন। চারা লাগানো ১২-১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নতুন শেকড় গজানোর সাথে সাথে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করে আগাছা পরিস্কার তথা মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে পরবর্তীতে অল্প পরিমাণ পানি রাখতে হবে। সার দেয়ার পর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমির পানি বাইরে না যায়। ভাদ্র মাসে নাবী জাতের আমন ধান লাগানো শেষ করতে পারলে আশানুরুপ ফলন পাওয়া যায়। নাবী জাতের উফশী আমন ধানের মধ্যে বিনাশাইল, বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রি ধান৪৬ অন্যতম।

**পাট:** ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট কাটা শেষ করলে আঁশের মান ভাল থাকে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধোঁয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলিয়ে তাতে আঁশ গুলো ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতে উজ্জ্বল বর্ণের আঁশ পাওয়া যায়। নাবী পদ্ধতিতে পাট বীজ উৎপাদনের জন্য এখনই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

**ডাল ও তৈল:** এ মাসের মধ্যে মুগ, মাসকলাই ও সয়াবিন বীজ বপন করতে হবে। এ তিনটি ফসলই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় বলে মাটিতে জো আসা মাত্রই বীজ রোপণ করতে হবে। বারিমুগ-৬, বিনামুগ-৫, বারিমাস-৩, বারি সয়াবিন-৬ উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে অন্যতম।

**শাক-সবজি:** আগাম শীতকালীন সবজির চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজতলা তৈরি করতে হবে। অর্ধেক মিহি মাটি ও অর্ধেক পঁচা গোবর মিশিয়ে এক মিটার চওড়া ও দুই মিটার লম্বা বেড তৈরি করে তাতে বপন করে মিহি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টি তোড় থেকে রক্ষার জন্য বেডের উপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

**সংরক্ষিত বীজ ও শস্য:** সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, ভুট্টা বীজ, ডাল ও তৈল বীজ ভাদ্র মাসের রৌদ্রে শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় গোলাজাত করতে হবে। এতে বীজের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে।

# চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

জাতীয় ফল মেলা ২০২৪ উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি। এ সময় কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসিসহ বিভিন্ন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

মানসম্পন্ন মসলাবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্পের বিদ্যমান পরিস্থিতি, অর্জন ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালায় মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) ড. নুরুন্নাহার চৌধুরী এনডিসিসহ সংস্থার সদস্য পরিচালকবৃন্দ

গত ১২মে ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এবং সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মজিবর রহমান শায়েস্তাগঞ্জ ৩০০০ মে.টন ও শায়েস্তাগঞ্জ পিএফজি ২২০০ মে.টন সার গুদাম পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় সিলেট বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

# চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

*জাতীয় ফল মেলা ২০২৪ উপলক্ষ্যে কেআইবি অডিটোরিয়ামে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি*

*জাতীয় ফল মেলা ২০২৪ উপলক্ষ্যে কেআইবি অডিটোরিয়ামে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার*

*জাতীয় ফল মেলা ২০২৪ উপলক্ষ্যে কেআইবি চত্বরে বিএডিসি স্থাপিত স্টল দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করে। বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান*

## জাতীয় ফল মেলা ২০২৪ উপলক্ষ্যে র‍্যালী ও বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ফলের একাংশ

*জাতীয় ফল মেলা ২০২৪ উপলক্ষ্যে র‍্যালী*

*বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত আজওয়া খেজুর*

*বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত সোলার ইরিগেশন পাম্পের মডেল*

*বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত বিএডিসি আনারস-১*

*বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত বিএডিসি আম-১*

*বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ভিয়েতনামী কাঁঠাল (বারোমাসি)*

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন, ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।